বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ

টেলিফোননং ঃ ৪৭১১০৬৭৭
৯৫৫৭০৬৬
ফ্যাক্স নং ঃ ৪৭১২৩৬৮৩
ই-মেইল ঃ dgmtrade@krishibank.org.bd

পরিকল্পনা ও পরিচালন সার্কুলার লেটার নং ০২/২০২২-২৩ তারিখঃ ২৯/১২/২০২২

মহাব্যবস্থাপক,
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,
স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়,
উপমহাব্যবস্থাপক/ ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,
সকল অনুমোদিত ডিলার শাখা ।

বিষয়ঃ "Bangladesh Bank- Authorized Dealers'Forum"এর ৩১ তম সভার রেকর্ডনোটস্ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়

উপরোক্ত বিষয়ে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পত্র নং এফইপিডি (এফইএমপি) ৩৪/২০২২-৬২৮০, তারিখ ১৩/১১/২০২২ **এবং তৎসংগে সংযুক্ত Bangladesh Bank Authorized Dealers' Forum এর বিগত ১৮-১০-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩১তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)** ।

০২। বিবি-এডি ফোরামের ৩১তম সভার সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং এ প্রেক্ষিতে অত্র ব্যাংক সংশ্লিষ্ট উক্ত সভার নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো ঃ

ক) ২০২১ সালে ইস্যুকৃত ইএক্সপি ফরম অদ্যাবধি অব্যবহৃত থাকা প্রসংগে ঃ

এফইওডির পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে, বিভিন্ন ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক EXP Form, Non-Reported অবস্থায় রয়েছে। গত ০১/০১/২০২১ তারিখ হতে ৩১/১২/২০২১ সালে ইস্যুকৃত সর্বমোট ২১,৬০,১৫৩ টি ইএক্সপি ফরমের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাংকের ৭,২০১ সংখ্যক ইএক্সপি অদ্যাবধি (০৬/০৯/২০২২ তারিখ)অব্যবহৃত রয়েছে। এ ইএক্সপিগুলোর বিপরীতে রপ্তানীর ঘোষনা প্রদানের তথ্য পাওয়া গেলেও এদের বিপরীতে বিল অব এক্সপোর্ট, জাহাজীকরন তথ্য (ডুপ্লিকেট) কিংবা রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসনের তথ্য(ট্রিপ্লিকেট) সিস্টেমে রিপোর্ট করা হয়নি। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর করণীয় প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য এফইওডির পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। এফইওডি'র প্রতিনিয়ত নির্দেশনার প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট রপ্তানীকারকদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে মর্মে উপস্থিত ব্যাংকের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বলা হয়। বর্তমান অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী রপ্তানীর পূর্বে ইএক্সপি ইস্যু কার্যক্রম চালু রাখার জন্য রপ্তানীকারকদের সচেষ্ট থাকার জন্য বলা হচ্ছে। এতদপ্রেক্ষিতে চলমান রপ্তানীতে এ জাতীয় ঘটনা কম মর্মে উপস্থিত প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বলা হয়। রপ্তানী বাণিজ্যের গুরুত্ব স্ববিস্তারে তুলে ধরে রপ্তানীকারকদেরকে সচেতন করা এবং অব্যবহৃত ইএক্সপি নিস্পত্তির বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে সভাপতি নির্দেশানা প্রদান করেন।

খ) ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে যথাসময়ে রপ্তানীমূল্য প্রত্যাবাসন প্রসংগে ঃ

ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠান হতে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমান রপ্তানী সংঘটিত হয়ে থাকে, কিন্তু রপ্তানীর বিপরীতে যথাসময়ে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের গাফিলতি পরিলক্ষিত হয় মর্মে সভাকে এফইওডি'র পক্ষ থেকে বলা হয়। সকল ক্ষেত্রে শিপমেন্ট পরবর্তী ১২০ দিনের মধ্যে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও অপ্রত্যাবাসনের তালিকায় ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের আধিক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ বিষয়ে তদারকী ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এফইওডির পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। সভায় উপস্থিতিদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, রপ্তানীমূল্য প্রত্যাবাসন তদারকীর চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ইপিজেডস্থ টাইপ এ প্রতিষ্ঠানের রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল রপ্তানী কার্যক্রমের জন্য একই ব্যবস্থা অনুসৃত থাকার প্রেক্ষাপটে টাইপ-এ প্রতিষ্ঠানগুলোর রপ্তানীমূল্য প্রত্যাবাসনের জোর পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য সভাপতি সকলকে আহবান জানান।

গ) জুলাই-২০২২ হতে এডি ব্যাংক সমূহের আর্ন্তজাতিক বিভাগের প্রধানগণের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে প্রদত্ত নির্দেশনা সমূহের পরিপালন প্রসংগে ঃ

এডি ব্যাংকগুলোর সাথে অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে Overdue বিল অব এন্ট্রির পরিমান কমিয়ে আনা এবং সকল Overdue Accepted Bill নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া, এলসির তথ্য সঠিকভাবে রিপোর্ট করা এবং ভুল রিপোর্টিং পরিহার করার জন্য নিবিড়ভাবে মনিটরিংয়ের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের বিষয়টিতে সভায় পুনরায় সকলের মনোযোগ আকর্ষনের জন্য এফইওডি'র পক্ষ থেকে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। সভায় উপস্থিত ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বিষয়টি

চলমান প্রক্রিয়া। কোনরূপ ব্যত্যয় ব্যতিরেকে নিবিড় মনিটরিং কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে সভাপতি সকলকে দৃশ্যমান অগ্রগতি আনয়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনের আহ্বান জানান।

ঘ) ৯০ দিনের বেশি ডকুমেন্টসবিহীন রেমিট্যান্স ফেরত পাঠানো প্রসংগে ঃ

নন ওয়েজ রেমিটেন্স ক্রেডিট করার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে রেমিটেন্স পারপাস এবং ট্যাক্স নির্ধারন করার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি বেনিফিশিয়ারীর নিকট হতে সংগ্রহ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারনত রেমিট্যান্স আসার সাথে সাথে বেনিফিশিয়ারীকে এসএম এস/ইমেইলে যোগাযোগ/চিঠি পাঠানো হয়ে থাকে। এমনকি ফোন করে হলেও প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়। এরপরও কোন কোন গ্রাহক দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও দলিলাদি জমা দিতে ব্যর্থ হয়। যার কারণে এসব রেমিটেন্স অদাবীকৃত অবস্থায় থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো যাতে বেনিফিশিয়ারীর অনুমোদন ব্যতিত অদাবীকৃত রেমিটেন্সগুলো ফেরত পাঠাতে পারে সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের জন্য ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ এর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। সভায় অংশ নিয়ে এফইপিডি'র পক্ষ থেকে বলা হয় যে, সেবা খাতের আয় ১০,০০০.০০ ইউএস ডলার পর্যন্ত ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্সের ফরম-সি এর আবশ্যকতা নেই। এক্ষেত্রে সুইফট বার্তার ভাষ্য ও প্রাসংগিক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রযোজ্য করাদি কর্তন করে ব্যাংক উক্ত অর্থ নগদায়ন করবে। নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে ফরম-সি তে ঘোষনা গ্রহণ করে ব্যাংক নগদায়নের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু প্রাধিকারভুক্ত নয় এমন ইনওয়ার্ড রেমিটেন্সের (উদাহরণ স্বরূপ বৈদেশিক উৎসের মেয়াদি ঋণ, অনুদান প্রভৃতি) ক্ষেত্রে উপযুক্ত অনুমোদন সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রবিষ্ট হওয়া বাঞ্চনীয়। এ বিষয়ে গ্রহককে সচেতন করা ব্যাংকের দায়িত্ব। প্রাধিকারভুক্ত লেনদেন নয় এমন লেনদেনের বিপরীতে ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স পাওয়ার পূর্বেই প্রযোজ্য অনুমোদন রয়েছে কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঙ) বেসরকারী খাতে পরিচালিত বাংলাদেশী মলিকানাধীন শিপিং কোম্পানী সমূহের নামে বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব খোলা ও পরিচালনা প্রসংগে ঃ

GFET-2018, Vol-1, Chapter-13, এর Para-33 এ Foreign Currency accounts of Shipping Companies, Airlines and Freight Forwarders সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনাসহ উক্ত হিসাবে Eligible Credit এবং Eligeble Debit Transactoins এর তালিকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বেসরকারী খাতে পরিচালিত বাংলাদেশী মালিকানাধীন শিপিং কোম্পানীগুলো যারা নিজেরাই বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের মালিক এবং নিজেরা তা পরিচালনা করছেন অথবা বিদেশী কোম্পানীকে ভাড়া বা লিজ দিচ্ছেন তারা ভাড়া বা লিজ বাবদ অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহন করছেন। এ সকল কোম্পানী উক্ত জাহাজ পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচাদি বাংলাদেশ থেকেই বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে চাচ্ছেন, এরূপ বাংলাদেশী মালিকানাধীন শিপিং কোম্পানীর নামে উল্লেখিত ধারার আওতায় বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খোলা যাবে কিনা এবং বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদেয় সংশ্লিষ্ট খরচাদি উক্ত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব হতে প্রদান করা যাবে কিনা তা স্পষ্টীকরনের জন্য আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডি'র পক্ষ থেকে বলা হয যে, বিদ্যমান ব্যবস্থায় সকল ধরনের পরিবহন সংস্থা বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব পরিচালনা করতে পারে। আলোচ্য হিসাবে বাংলাদেশের আমদানী-রপ্তানী বানিজ্য থেকে উদ্ভূত বৈদেশিক আয় জমা এবং বৈদেশিক মুদ্রায় দায় পরিশোধ করা যায়। এদেশীয় মালিকানাধীন পরিবহন সংস্থার বৈদেশিক পরিবহন থেকে অর্জিত আয় স্থানীয় মুদ্রায় নগদায়ন হয়ে থাকে। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব পরিচালনার বিষয়ে ব্যাংকের মাধ্যমে আবেদন পাওয়া গেলে বাংলাদেশ ব্যাংক তা বিবেচনা করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চ) রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী কাঁচামাল আমদানী করার জন্য ঋণপত্র স্থাপনের বিষয়ে অনীহা প্রসংগে ঃ

রপ্তানীখাতে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের উপকরন আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলা হচ্ছে না মর্মে অভিযোগ উঠেছে। রপ্তানী খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় সকল এডি ব্যাংককে টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানীর জন্য EDF, UPAS Deferred ব্যবস্থায় ঋণপত্র স্থাপনের বিষয়ে আরও অধিকতর সচেতন থাকার জন্য নির্দেশনা দিয়ে গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে এফইপিডি(আমদানী নীতি)/১১৭/২০২২-৫১০১ নম্বর পত্র ইস্যু করা হয়েছে, যা পরিপালন করার জন্য সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোর মনোযোগ আকর্ষন করা হয়।

ছ) শিপমেন্ট ট্রাকিং কার্যক্রম পরিচালনা প্রসংগে ঃ

এফইপিডি'র রপ্তানী নীতি শাখার পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে, এফ ই সার্কুলার নং ০৭/২০২২ এর মাধ্যমে রপ্তানী বানিজ্যে শিপমেন্ট ট্রাকিং কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোর সুপারিশ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামতের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের ইস্যুকৃত পরিবহন দলিলের মাধ্যমে রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তার আবেদন প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে এফই সার্কুলার নং ১২/২০২০ ও ১৪/২০২১ এর নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে পরিপালনীয় হবে। অপরদিকে ব্যাংকের নিজস্ব বিবেচনায় রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসনের বিষয়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি পরিলক্ষিত হলে এবং পরবর্তীতে মূল্য আদায়ের ক্ষেত্রে পররিবহন সম্পাদন সম্পর্কিত তথ্য আবশ্যকতার প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট রপ্তানী পণ্যের শিপমেন্ট ট্রাকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

জ) মানি চেঞ্জারদের বৈদেশিক মুদ্রা উত্তোলনের সুযোগ প্রদান প্রসংগে ঃ

মানি চেঞ্জারদের এডি ব্যাংকের সাথে রক্ষিত এফসি হিসাব হতে এফসি উত্তোলন করতে দেয়া হয় না মর্মে অভিযোগ রয়েছে। এমাবস্থায়, সভাপতি মহোদয় মানি চেঞ্জারদের নামে পরিচালিত এফসি হিসাব হতে বৈদেশিক মুদ্রা উত্তোলনের ক্ষেত্রে এডি ব্যাংকগুলোকে বিধিমোতাবেক পূর্ণ সহযোহীতার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৩। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের উপরোক্ত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৪। উক্ত সার্কুলার লেটারের নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

অনুমোদনক্রমে,

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

২৯/১২/২০২২
(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
উপমহাব্যবস্থাপক

আঃবাঃবিঃ ১(০৫)/২০২২-২০২৩/ তারিখ ঃ ২৯/১২/২০২২

সদয় জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য(ই-মেইলে)অনুলিপি প্রেরন করা হলো ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি ,প্রকা ,ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি ,প্রকা, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর/অধ্যক্ষ, স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সচিব, পর্ষদ সচিবালয়/সকল উপমহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **(উপমহব্যবস্থাপক আইসিটি সিস্টেম, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে পরিপত্রটি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।)**
০৫। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৬। মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। নথি/ মহানথি।

২৯/১২/২০২২
(এস এম সোহেল রানা)
উর্দ্ধতন মুখ্য কর্মকর্তা